16

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 08 OCT 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

মুমিনা দেয়াসিনী

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের পরিবর্তনের পর বর্তমানে বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি হলো শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। উন্নয়নশীল এই গরিব দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থা বরাবরই অনাদৃত অবহেলিত হয়ে আসছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বারংবার রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষানীতি নিয়ে অনেকরকম গবেষণা হয়েছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে পরিবর্তন কতোটুকু উপকার সাধন করেছে, তা জানে ভুক্তভোগী ছাত্রছাত্রী এবং তাদের হতভাগ্য অভিভাবকগণ।

বর্তমান সরকারের কাছে স্বাধীনতাকামী মানুষের অনেক দাবি, অনেক আশা। সরকার জনসাধারণের আশা ও দাবির কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী 'সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন'-এর উদ্বোধনী ভাষণে এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস ও প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত শিক্ষক সমাবেশে আগামী দশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করে শিক্ষকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন। তবে এই নিরক্ষরতা দূরীকরণ যেন কোন রকমে শুধু নাম দস্তখত করার পারঙ্গমতায় সীমাবদ্ধ না থাকে, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে এখন যে ভূতের বাস, তা অপসারণ করতে হবে সর্বাগ্রে।

এছাড়া বিদ্যালয়ের একজন গ্রন্থাগারিক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই- শিক্ষা-নীতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই বিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অগ্রগণ্য করতে হবে। নতুবা শিক্ষা ব্যবস্থা যথার্থ ফলদানে ব্যর্থ হবে। যেহেতু মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয় বিদ্যালয়ে, এ কারণে শিক্ষাদানের সুনির্দিষ্ট মান রক্ষার জন্য গোড়াতেই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে, এটি এখন পর্যন্ত অবহেলিত হয়ে আছে। বিদ্যালয় থেকেই অপরিণত বয়স্ক শিক্ষার্থীরা ভালো বা মন্দ যা কিছু গ্রহণ করে তাই তাদের পরবর্তী জীবনের কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

অনেক পিতা-মাতার ধারণা ছাত্রাবস্থায়, বিশেষত বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থায়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরের বই পড়ে ছেলে-মেয়েরা অযথা সময় নষ্ট করে। তারচেয়ে যদি ওই সময়টাতে পাঠ্য বিষয়ে পড়াশুনা করে তবে পরীক্ষার ফলাফল যা করছে তারচেয়ে আরো ভালো করতে পারতো। এ ধারণা একশ'ভাগই ভ্রান্ত। অনুর্বর মাটির সঙ্গে সার মিশে গিয়ে যেমন জমিকে অলক্ষ্যে উর্বর করে, তেমনি শিশুমনেও পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বই পড়া ভবিষ্যতে তাদের চিন্তা-চেতনা ও মননে সুস্পষ্ট ছাপ রাখে। আমরা যদি মনে রাখি, পাঠ্য পুস্তক নিরেট সাদা ভাতের মতো, আর এর সঙ্গে পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকার বই বিভিন্ন প্রকার মজাদার ব্যঞ্জনের মতো সাদাভাতরূপ পাঠ্য পুস্তককে সুপাচ্য উপাদেয় করে তোলে, তবেই বুঝতে পারা যায়- পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি কেন অন্য বইয়েরও প্রয়োজন আছে। পাঠ্যবিষয় বহির্ভূত বই পড়ায় বাধাদান তো নয়ই, বরং ছেলে-মেয়েদের বই পড়ার দিক-নির্দেশনায় পিতা-মাতার একটি গুরুদায়িত্ব রয়েছে। ছেলে-মেয়েদের গল্প পড়ে শোনানোর মধ্য দিয়ে যদি একবার বই পড়ার বা বইয়ের বিষয়বস্তুর আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়, তবে সেসব শিশুকে নিয়ে পিতা-মাতার চিন্তা-ভাবনা করার কিছু থাকে না। বর্তমানে আধুনিকায়ন বা নগরায়ন যেমন শিশুদের খেলার মাঠ কেড়ে নিয়েছে, তেমনি পাঠ্যপুস্তকের চাপ ও টেলিভিশন শিশুদের বই পড়ার সময় অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। তারপরও আছে, এই হতভাগা দেশের অনেক পিতা-মাতারই তাদের সন্তানদের বই কিনে দেয়ার সামর্থ্যের অভাব। আবার সামর্থ্যবান অনেক পিতা-মাতার আছে অনীহা। দেখা গেছে, অনেক ধনী পরিবারের শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকগণ বই কিনে পড়ার চেয়ে যোগাড় করে পড়াতে এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। তারা মনে করেন, বই কেনা অযথা টাকা-পয়সার অপচয়। এজন্য বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেয়া উচিত। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা বই পড়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলেই তারা ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আকাশ সংস্কৃতিও এজন্য কম দায়ী নয়। ইদানীংকালে শিশু-কিশোরদের অধঃপতনের আরেক ব্যবসায়িক ফাঁদ- ভিডিও গেমস। এ নিয়ে প্রায়ই লেখালেখি হচ্ছে পত্র-পত্রিকায়। অথচ প্রতিরোধের কোন ত্বরিত ব্যবস্থা নেই। সাধারণত আমাদের দেশে শিশু-কিশোরদের নিয়ে সৃষ্ট সমস্যাগুলোকে প্রাথমিক অবস্থাতে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। পরিস্থিতি যখন ড্রাগ এডিকশনের মতো কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনই সবার টনক নড়ে। তখন শুরু হয় এ নিয়ে আরেক ক্লিনিক্যাল ব্যবসা। যা সমাজের জন্য সুস্থ ব্যবস্থা নয়- যা অপরিণামদর্শী শিশু-কিশোরদের বিপথে নিয়ে যায়, তা শুরুতেই নির্মূল করা উচিত। তবে এ অধঃপতন প্রতিরোধ করতে হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই গ্রন্থাগার মনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে।

বিদ্যালয়, শিক্ষাক্রমের মধ্য দিয়ে ও গ্রন্থাগারের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রী গড়ে তোলার কাজ করে। শিক্ষকের কাছে পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যে পাঠ নেয় তা অনেকাংশেই আংশিক। তারই পরিপূরক হচ্ছে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার তাদের শিক্ষা-পর্বের আওতার বা পাঠক্রমের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে কিছুটা মুক্তি দেয় এবং অধীত বিদ্যার পরিধি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। কোন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগারের পাঠ-পর্ব পরিচালিত হলেও গ্রন্থাগারে ছাত্র-ছাত্রী নিজেরাই পড়াশুনার বিষয় নির্বাচনে নিজেদের স্বাধীন মতামত এবং নিজেদের পছন্দমতো বই নিজেরাই বেছে নিতে পারে বলে স্বভাবতঃই গ্রন্থাগার ব্যবহারে উৎসাহ বোধ করে। কেবলমাত্র শিক্ষাজীবনেই নয়, মনুষ্য-জীবনের প্রবেশক হিসেবে কাজ করছে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ পর্বে সহায়তা করতে পারে। বিদ্যালয় থেকেই ছেলে-মেয়েরা বৃহত্তর জ্ঞানক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। শিক্ষার্থীদের নাগরিকতাবোধের গোড়াপত্তন হয় এখানেই। তাই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের দায়িত্ব হচ্ছে- পড়ুয়াদের প্রয়োজন বুঝে সে মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে পড়ুয়ারা স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে এবং কেমন করে বইপত্রের যত্ন ও বই ব্যবহার করতে হয় সেই শিক্ষাও দেয়া। এছাড়া মনের প্রসন্নতা আনবার জন্য পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি হালকা ধরনের বইপত্র যেমন- ভ্রমণকাহিনী, কৌতুক, মনীষীদের জীবনী যা শিশুদের প্রেরণার উৎস হতে পারে, এরকম বিষয়ের চর্চার ব্যবস্থা রাখা। শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত মানুষ হয়ে ওঠবার এবং জীবনযাপনের বিভিন্ন দিক- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, সাংসারিকতা ও গৃহস্থালী, সুনাগরিকতা, কর্তব্য পরায়ণতা, নীতি পরায়ণতা, চরিত্র গঠন ও সুন্দরভাবে অবসর যাপনের শিক্ষা পায় বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে তাই সব দিক দিয়ে এই পরিপ্রেক্ষিতে সাজাতে হবে। পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার জন্য শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারমনা করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। আর এজন্য প্রয়োজন শিশু শ্রেণী থেকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের গোড়াপত্তন করা। অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতেও উপযুক্ত গ্রন্থাগার রাখা। পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি লব্ধ জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে শেখানোর পর্বটা এখান থেকে আরম্ভ হলে এসব শিক্ষার্থীই ভবিষ্যতে গ্রন্থাগার-মনস্ক হয়ে গড়ে উঠবে। শিক্ষালব্ধ জ্ঞানকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারবে।

যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সরকারের অধীনে প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু সরকারকেই এ ব্যাপারে অগ্রণী ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বিদ্যালয়েরই একটি অংশ হিসেবে ভেবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরুতেই বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের মতো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করাটাও বাধ্যবাধকতার মধ্যে রাখতে হবে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়েই একজন পারদর্শী শরীরচর্চাবিদ নিয়োগ করা হয়ে থাকে, অথচ গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন বাদ পড়েছে; যা কিনা একটি বিদ্যালয়ের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া এতে শিক্ষার্থীরা যেমন গ্রন্থাগার ব্যবহারের শিক্ষা ও সুযোগ পাবে, তেমনি প্রতিবছর 'লাইব্রেরি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট' থেকে যারা ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়েও বেকারত্বের অভিশপ্ত জীবন-যাপন করে, তারা নিজেদের অর্জিত শিক্ষা দেশের কাজে লাগাতে পারবে।

তবে গ্রন্থাগার নামেমাত্র থাকলেই চলবে না। শিক্ষার্থীরা যাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ পায়, এ বিষয়ে সচেতন দৃষ্টি দিতে হবে। অতীব পরিতাপের বিষয়, গ্রামে গ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থার নামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও সেখানে পড়াশুনার বিশেষ পরিবেশ নেই। অনিয়ম আর অসাধুতার সংবাদ প্রায়শঃই খবর হয়ে পত্রিকার পাতায় আসে। ভবিষ্যতে সুনাগরিক পেতে হলে এসব অব্যবস্থা দূর করে প্রকৃত শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের লব্ধজ্ঞানের আদর্শ মান নির্ণয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং পাঠ্য বিষয়ের পাশাপাশি গ্রন্থাগার, ব্যবহারের ব্যবস্থা রাখতেই হবে। পাঠদান যদি প্রকৃত শিক্ষার্থেই হয়, সে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া বিদ্যাদান- ভাবতেই পারবে না। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ভাবতে হবে গ্রন্থাগার শুধু বিদ্যালয়ের অংশবিশেষই নয় বরং হৃৎপিন্ড। সুতরাং গ্রন্থাগারকে বিদ্যালয়ের অপরিহার্য ভবনরূপে প্রাধান্য দিতে হবে এবং যেভাবে কোন নতুন বিদ্যালয় শুরুর প্রারম্ভে বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, তেমনি বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্যও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে। যদি একটি ভালো গ্রন্থাগার সংগঠিত করা যায়, তবে প্রাথমিক স্তরেই সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য। এ আলোকে দেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করলে অবশ্যই বিদ্যালয় বয়ে আনবে সাফল্য।